KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৮ সুবিদিত ৮৩ লেন, কল-৮
Collection : KLMLGK	Publisher : তিমির দেব (5/2) / প্রীতি মুখোপাধ্যায় (6)
Title : অনার্য সাহিত্য (ANARJYO SAHITYA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 5/2 6 8 9	Year of Publication : Oct - 1986 Jan - 1987 Jan - 1988 Nov - 1988 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রীতি মুখোপাধ্যায়	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অনার্য সাহিত্য

৮০ দশকের স্বাধীন লেখকদের মুখপত্র

কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারী ১৯৮৮

আমরা অনার্য। আমরা গর্বিত। ইতিহাস, নৃতত্ব, সাহিত্য, ধর্ম প্রমাণ করেছে বাঙালী জাতি আর্য আক্রমণে অজেয়, আর্য-সম্পর্কহীন, প্রভাব-মুক্ত এক স্বাধীন জনগোষ্ঠী। আর্য বীর অর্জুন ব্যর্থ বঙ্গজয়ে, বহুবার পরাভূত বৈদিক অশ্ববাহিনী। আমাদের নৃপতি আর্য যাযাবরকে শিখিয়েছে সমাজগঠন, রাজ্যশাসন পদ্ধতি। বঙ্গের দেবতা শিব ভেঙ্গে দিয়েছেন আর্য দেবতাদের আধিপত্য। বাঙালীই প্রথম বাণিজ্য তরী নিয়ে অজানা বন্দরের দিকে ভেসে গেছে।

আমরা অনার্য। বঙ্গদেশ অনার্যভূমি। এখানের প্রতিটি গাছ, মানুষ, প্রকৃতি অপরাজেয় স্বাধীন, নিজস্ব আলোয় উজ্জ্বল।

অনার্য রমনীর সন্তান ব্যাসদেব লিখেছেন মহাভারত, পুরাণ। অবদমিত করা যায়নি জয়দেব, চণ্ডীদাস, অপরূপ মঙ্গলকাব্য।

আমরা অনার্য। আমরা স্বাধীন। আমরা মুক্ত।

আবার সপ্তডিঙা মধুকর অম্লান আনন্দে জয় করুক সমুদ্র, দ্বীপ, জ্ঞান—

☐ অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পরাধীনতা নয়, আমি, আমরা সবাই আত্মিকভাবে ভীষণ পরাধীন। পরমাণু রিঅ্যাকটারের আশেপাশেই অতিপ্রাচীন সব সংস্কার, নৈতিকতা, সূত্রের জঙ্গল। তোমার পায়ে জড়িয়ে যায় তো! দেখেও ছ্যাখোনা তুমি।- য্যানো এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি স্থির হওয়া যায়, লম্পট রাজনৈতিক নেতাদের ও কাকতাড়ুয়া পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারকদের অসত্য মুখস্ত বুলিকে যদি নর্দমায় ফেলে দেয়া যায় তবে বোঝা যাবে কত পরাধীন তুমি।

☐ তোমাকে শিখতে হবে ভুল। তোমাকে ভাবতে হবে ভুল। তোমাকে করতে হবে ভুল। তবে তুমি অতিভদ্র একজন গণতান্ত্রিক মানুষ। তুমি দারিদ্র দেখে দুঃখিত হোয়ো না, অত্যাচার দেখে ক্রোধান্ধ হোয়ো না। তোমার কাছ থেকে কোন বিপদ নেই আর। তুমি মিথ্যা ইতিহাস পড়ো, কিছুদিন বেকার থাকো এবং মায়ের পয়সা লুঠ করে মধ্যযুগীয় অবর্জনা হিন্দী সিনেমা ছ্যাখো এবং রাজনৈতিক নেতার জুতোর উজ্জ্বলতা বাড়াও—তারপর তুমি হয় স্বাভাবিক উপায়ে অস্বাভাবিকভাবে অথবা কারো কৃপাধন্য হোয়ে একটি দাসত্ব জোগাড় করো। বাড়িতে বউ পোষ, সন্তান উৎপাদন করো, শব্দ করে ঢেঁকুর তোলো, সত্যযুগ বা আনন্দবাজার পড়ো, মাঝে মাঝে যতটা সম্ভব লুকিয়ে অফিসে ডি এ-র আন্দোলন করো, পাড়ার কালীপুজোর সেক্রেটারী হও, পাশে বসা কন্যাসমাকে কনুই-আক্রান্ত করো, গাভাসকার রেগন, মিঠুন চক্রবর্তীকে নিয়ে তুমুল তর্কে মেতে ওঠো—ভোট দাও—হয় কংগ্রেস নয় সিপিএম—ভোট দাও—তবেই তুমি পরিতৃপ্ত মাতা ভারতবর্ষের সুযোগ্য গণতান্ত্রিক সন্তান।

বুঝোনা পরাধীনতা, বোলোনা পরিবর্তনের কথা, ভেবোনা এমন কিছু যা তোমাকে ভাবতে শেখানো হয়নি।

[শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের গল্পের একটি অংশবিশেষ]

অনার্য সাহিত্য

কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারী ১৯৮৮

কনটেম্পোরারি রাইটার্স সিরিজ

পাসিং লাইট্স / ৩

- অতনু সেনগুপ্ত
- অশোক দে
- বিকাশ গায়েন
- নারায়ণ বৈরাগ্য
- দীপঙ্কর দত্ত
- রাজাগোবিন্দ ঘোষাল
- অংশুদেব মণ্ডল
- সংযম পাল
- রামপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

এই হত্যামঞ্চে দাঁড়িয়েও যে মানুষ কবিতা লেখে, যে ধ্যানমগ্ন হয় নীল, সে হয় নিরপেক্ষ খুনী অথবা সন্ন্যাসী। চারপাশে অন্ধ স্বেচ্ছাচার, অর্থহীন কাগজের প্রাসাদ, প্রশাসন এবং চিরবিশুদ্ধ দারিদ্র ও মানুষের ঋতুময়ী উদাসীনতা। কেন বেঁচে আছো মানুষ? কোন নক্ষত্রের আলোয় এত মায়া যা শিথিল লালসায় গড়িয়ে যায় হেমন্তের বিকেলে?

যে যুবক জীবনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, ভেঙে ফেলে শীতল দর্পণ শেষতম আর্তি, প্রার্থনায় কবিতার কুয়াশাময় হাইওয়ে দিয়ে অনির্দিষ্ট দিগন্তের দিকে হেঁটে যায়, সে ভালবাসে জীবন, ভালবাসে স্বাধীনতা, ভালবাসে সৌন্দর্য্য। এই দশকের কবি সৎ, ছিন্নবিচ্ছিন্ন, রক্তাক্ত তাদেরই যৌথ সংলাপ, তাদের সূর্য উপাসনা আজকের কবিতা। অমরত্ব নয়—ঈশ্বরের মৃত্যুও ঘটে গেছে বহুপূর্বে—তাদের উচ্চারণ বহন করুক আগামী পৃথিবীর সবুজতা, অক্সিজেন ও মুক্তি।

পাসিং লাইটস। এক ও দুই কে উজ্জ্বল করেছেন: তাপস চক্রবর্তী, শুভব্রত চক্রবর্তী, শ্রীধর মুখোপাধ্যায়, মনীষ সিংহরায়, সোফিওর রহমান, সুকুমার চৌধুরী অরূপ চৌধুরী, নাসের হোসেন, ঈশিতা ভাদুড়ী, মনোতোষ মিত্র, সুমিতাভ ঘোষাল। পাসিং লাইটস। তিন উপস্থাপিত করছে: রাজাগোবিন্দ ঘোষাল, অংশুদেব মণ্ডল, সংযম পাল, নারায়ণ বৈরাগ্য, অমলেন্দু বিশ্বাস, কাজল চক্রবর্তী, অতনু সেনগুপ্ত, বিকাশ গায়েন, দীপঙ্কর দত্ত, অশোক দে ও রামপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

আশি দশকের আত্মানুসন্ধানী প্রয়াস আপনাকে সুখী করুক। আপনি আরো সচেতন ভাবে অন্ধকারতম মধ্যরাত্রির মধ্যে অগ্নি উৎসবের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

২২।১২।৮৭

অতনু সেনগুপ্ত

☐ বিকল্প বাতাস

আমি যে কোন পরিচয়েই সংগ্রহ করে নিতে পারি
তোমার খরস্রোত খনিজ নাব্যতা। গাছেদের
অলীভ শরীর উপচে নামবে যখন নিষ্ঠাবান অযৌন সন্ধ্যা…
আজ পৃথিবীর উন্মাদ মুক্তি আত্মঘাতী বিলাসের পথে।

নিবিষ্ট সমুদ্র চুম্বন ছিল তোমার বিষণ্ণ শিল্পে। এবং
সন্ত্রান্ত নিঃসঙ্গতায় কেউ শুনেছিল:
"তুমি বহুমাত্রিক প্রতীক্ষা ভাষাহীন
মগ্ন ভালোবাসা…
হে বিবস্ত্রা ক্যানভাস……"

আমি সেই প্রাণপণ ভালোবাসা। কিন্তু
দশহাজার বছর সূর্যহীন এ ভূখণ্ড, আর বীর্যহীন শব্দকম্পনে
নিঃশব্দ ফিরে গ্যাছেন আমাদের প্রিয়তম সন্ধানী পুরুষ

তোমার খরস্রোত দুচোখের মধ্যাহ্নে শুধু ছায়াহীন স্নান সারে
স্ফটিক উত্তাপ। অবিরাম সবুজ ফেরে গোলাপ বাগানে
মায়াবন্দরের একান্ত আত্মঅভিমান গোপনে স্পর্শ করে
সুবর্ণরেখার নগ্ন ওষ্ঠপ্রান্ত

এখন তোমার যে কোন পরিচয়েই স্মৃতিহীন আমি
খুঁজে নিতে পারি বিকল্প বাতাস……

□ কথা হবে অন্যদিনে

নদী আশ্চর্য নদী
আলোক উৎসমুখে এক ঋতুপর্ণা শরীর। সীমান্তে তবু ছিল না কোন পরিচিত রঙ।
প্রাসাদ ছায়া, দুঃখী ছায়া সংশয়ী বাতাসে জিজ্ঞাসু :

বোধহয় ভালোবাসায় স্বপ্ন ছিল না
দৈর্ঘ নয় প্রস্থ নয়। শুধুই বৃষ্টির মতো
উজ্জ্বল পবিত্র স্বর্ণের মতো, বৈদিক ব্রাহ্মণের মতো
নীরব লনের মতো……

অনুরোধের সূর্য এবং পুরুষ।
পায়ের নিচের জমিন কাঁপে তরাসে। সুদর্শন বাতাসে বহে মৃত্যুঘুণ। লুকানো নিমপাতার মৃদু ঝিরঝির শব্দ। স্বাস্থ্য ক্রিস্টাল চুরমার করে দৌড়ে যাচ্ছে নিঃশব্দ অহংকার। অগভীর হ্রদের শরীর আন্দোলিত অস্থিরতায়। স্থাপত্য বিস্ময়াবিভূত, অস্ফুটে বলে :

তবু তো ভরা নদী
একদিন দিগন্তে ভেসে যাবে শূন্যতার মতো
সভ্যতা ধুয়ে যাবে জলরঙের সাথে, তবু সমর্পন !
কার কাছে ?
ছইশত বন্দর থাকবে না, থাকবে না নিশ্চিন্ত কম্পাস
নাবিকও নয়
কে তবে স্বপ্নে পাবে নারী ও ফুলের রঙ !

দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। আন্তরিক বর্ষনের সম্মুখে থমকে যায় তার অচেনা সুগন্ধী শরীর। স্বাস্থ্য হয় বহতা নদী। ঘন আঁখিপল্লবে কৌতুক। ঠোঁটের ফাঁকে সূর্যোদয় হচ্ছে। মহাশূন্যেও সোয়াস্তি কই
রোদ ও বৃষ্টিতে প্রতিদিন ঝরে পড়ে মুগ্ধ মগ্ন ভালোবাসা। সফেদ আপাপবিদ্ধ কপোতটির পালকে পালকে আসছে নির্লিপ্ততা। গতরাতের সঙ্গমক্লান্ত রমনীর ক্লান্তিতে ভোর। এবং আমি জেনেছি, পৃথিবীতে উদাসীনতা ও শূন্যতার চাইতে রক্ত মূল্যবান অধিকতর
তবু ক্যানো খেলা করে স্ফটিক বিন্দুরা আশ্বিনের প্রতিটি অপরূপ সূর্যোদয়ে এবং

উরুসন্ধির মতো মোহময় অন্ধকারে মুক্ত নিশাচর। ভালোবাসার অম্লান নিঃশ্বাস এসে জমে মাছকন্যার অতলান্ত নাভিতে। নারকেলবনের নষ্ট নীল-এ।

পা থেকে গড়িয়ে নামছে ধৈর্য্যবান বিন্দুজল।
একদা পথ ভেঙেছিল সে শৃঙ্খলকে বন্ধন ভ্রমে…
এখন সে নারী থেকে ফুলকে পৃথক ক'রে নিতে জানে অনায়াস, বিকল্প বাতাসের মতো। শ্রামহীন সেই সন্ধ্যায় তাই বন্ধনহীন বন্ধনের কথা সে কবিতায় সাজালো :

অথচ আমার শরীরস্থ কুয়াশায় কখনো ছিলনা বিন্দু
আর্তস্বর
হৃদপেশীর গভীর স্তরে বিদ্যুৎবহ্নি অকস্মাৎ। শুধু আত্মাজুড়ে
দাউ দাউ হীরক অগ্নি, অনিদ্রার রাজপথে
জোনাকির বৃষ্টিনাচ আর যতিহীন শ্বাসক্রিয়ার অন্ধকারে
ফসফরাসের সেই স্নায়বিক ক্ষরণ ;
আমার অন্যমনস্ক ভালোবাসা
আমার নির্লিপ্ত উদাসীনতার মতো দিকচিহ্নহীন…

একান্ত গোপনে, স্মৃতিভাঙা স্বরে সে দুঃখী ছায়াকে বলে—
আজ যাই।
অলস অলিন্দে এসো। কথা হবে অন্যদিন, অন্য মধ্যাহ্নে
ভালোবাসি কিনা—

□ ড্যাফ্‌নে : ১৬

আত্মজ অন্ধকারে প্রত্যহ স্বপ্ন : বিষণ্ণ মুখঅবয়বে একাগ্র
বালিভূমে ব্যাথার চিত্র আঁকে সে। গভীর মধ্যরাতের হিমসাদা
পাথর, ক্ষয়াখাজে জমে শ্লথ কুয়াশা, নীলাভ জলজ উদ্ভিদ ; অন্ধকারে
আমি সেই স্তব্ধ হোমের মুখোমুখি দাঁড়াই, আবিষ্ট দুইচোখে
প্রতীক্ষা ক্ষত…
প্রাচীন শহরতলীর শরীরে নামছে ঈশ্বরী সন্ধ্যা…

বীর্যবান বৃক্ষদল তপস্বী শিকড়ে আপেক্ষ মেখে প্রার্থনায় বসে :
তুমি নিষ্পাপ বিলাস—
প্রিয়তম রুক্ষমুগ্ধতা,
হে বিবস্ত্রা ক্যানভাস—

আকাশনদীর হিমমুক্তা স্বেদ
আমার গভীর স্বপ্নগোপনে নিয়ে যাব তোমার দুষ্প্রাপ্য
বনপ্রান্তে ; ভূত্বকে ঘনিষ্ঠা
তুমি আমার ভিনগ্রহী উপমা হবে—

□ অবচেতন

আকণ্ঠ সফেদ শূন্যতার মাঝে
স্বেদ গন্ধহীন ওড়ে আকাশী পালক।
অপলক দেখছি আমি
সরীসৃপ মায়াময় স্ফটিক শয্যা ছেড়ে
শীতার্ত যুবতী চলে যায়
নিথর সামুদ্রিক চন্দ্রিমায়

শব্দস্নান শেষ।
আর্যশুদ্ধ ভালোবাসার সম্মুখে সহসা থম্‌কে গেছে
কোথাও
পৃথিবীর অন্তিম দ্রুততম যান ; রক্তকণিকায় এখন
শুধুই অবিরাম তুষারপাত এবং
অভ্যর্থনাহীন নিস্তব্ধতায় নিরুদ্দেশ
দোদুল্যমান মহান পেণ্ডুলাম সময় ;

আকণ্ঠ সফেদ শূন্যতার মাঝে
স্বেদ গন্ধহীন ওড়ে আকাশী পালক,
অপলক দর্শক আমি।
কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরত্বে
তোমার শরীর উপত্যকায় অন্ধকার নামছে পর্দার মতো

□ হিরণ্ময় বিস্ফোরণ এখন

মাটি ও সূর্যপথের মাঝে থেকে গেল অবাক অসম্পূর্ণতা
সন্ন্যাস রক্ত নেই। সমহিত মস্তিষ্ক নেই।
সাত্ত্বিক অরণ্য নেই
স্বপ্ন পাত্রে ভরহীনতা
নির্লিপ্ত কান্না শব্দহীন ও এক অচঞ্চল বর্ণচ্ছটা

আমাদের শূন্য অলিন্দে ভালোবাসা নয়
অর্কিডের তীব্রতম প্রতীক্ষা ছিল। এবং
ক্রমশ শৈতপ্রবাহ, সংকুচিত হ'য়ে আসছিল
ধূসর হ'য়ে আসছিল
আমাদের অতি প্রিয় রঙীন কাপড়খণ্ড আচ্ছাদিত
অবয়ব টুকরো

স্খলিত স্মরণ ঘিরে অর্জিত কল্পনা নয়।
বৃত্ত অস্তিত্ব নয় ;
বুদবুদহীন মদ পাত্র থেকে স্তব্ধ এলিভেটর—
পৃথিবীর অন্তিম হিরণ্ময় বিস্ফোরণ এখন।

আর সৌরকলোনীর ১০৮ প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে
এ্যালবাম বিচ্ছিন্ন দশহাজার স্থির-চিত্র।

অশোক দে

□ নাস্তিক

কুঠার হারিয়েছি—তা বলে
মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী নই

মানছি আমার পিতা বামহাতে পদ্মাদেবীর পূজো করতেন

মানছি আমার মা দশহারা ছাড়া অন্য কোনো
দেবদেবী মানতেন না

জলের ধাক্কায় যদিও তুমি উঠে এসেছো হে জলদেবতা
তোমায় মানি না
কেন না ; পাত্রবিশেষে তোমার রূপ বদল দেখেছি...

□ জলচিত্র

পৈতে ছিঁড়ে ছড়িয়েছি জলে...
জন্মাবধি আমি সার্বজনীন কথাটি মেনে
নিতে পারিনি...
আমাকে তর্পণ করা মানায়—

যদিও গঙ্গা সর্বগ্রাসী বেহায়ারূপী
করতল পেতে শেষে দাঁড়িয়েছো চৌকাঠে...

দেবো না পূজা এই ছাখ তোর
মুখ থেকে কেমন ফিরিয়ে নিচ্ছি
যাগজজ্ঞ, রক্ত, আগুন, কাঠ...

□ নীরবতা : ১

আজ খুব ভোরে
একটা সাদা পালক আমার মাথা ছুঁয়েছিলো

সারাদিন সন্ধ্যা লাবণ্যে আছি...

বলো না তুমি কি আমায় ছুঁয়েছিলে

□ নীরবতা : ২

বিন্দুতে রাখবো বলে—
ঘাসের কাছে ছুটে ছুটে যাই...
গির্জার ঘণ্টার মতো সব কথা ছেড়ে ছেড়ে
শব্দহীন হতে চাই...

□ নীরবতা : ৬

পাহাড় কিংবা সমুদ্রে বেড়ানোর প্রস্তাব নিয়ে
যারা এসেছিলো
তাঁদের আমি ফিরিয়ে দিয়েছি
কেননা আমি জানি
তাদের পোষাকটুকুই গেরুয়া
ভেতরে এত কোলাহল
যা আমার নির্জনতা কেড়ে নেবে...

□ নীরবতা : ৫

অনেকদিন পাথরের মতো মৌন ছিলাম। তোমার
মমির সম্রাট আমাকে অহল্যার মতো ভাষা এনে দিলো
আর ঠোঁটে পৌঁছে দিলো নির্জন দোলনা...

আমার শরীর থেকে শরৎকালীন মেঘ
সরে যাচ্ছে...

আমি বৃষ্টিতে ভিজছি...

ফিরে চলো যুদ্ধে আবার

বিষন্নমেঘ ছিঁড়ে ছুটে চলেছি   নোঙ্গরছেঁড়া নৌকো,
আমি ঋণী মহাজনী মৌমাছিদের কাছে
আমি ঋনী হে পানকৌড়ি, তুমি আমায় শিখিয়েছো ডুব সাঁতার

প্রতিটি শব্দকোষে মাথার ভিতরে
বুনে যায় অলৌকিক মাকড়সা…
আর অজ্ঞাতবাস নয়
অন্ধকার গুহা ছেড়ে
ফিরে চলো যুদ্ধে আবার

ভাষা দাও

অরণ্যে অরণ্যে কেঁদে যাই
বৃক্ষেরা বোঝেনা ভাষা
তবু, তারই কাছে ফিরে আসা বলে
ফিরে যাই জন্মদিনে…

নোতুন করে শুতে ইচ্ছে করে
ভিজে ওঠা খড়ের বিছানায়,
শীতল হাতে মাথা রেখে বলতে ইচ্ছে করে :
মা তুমি আমায় ভাষা শেখাও   ভাষা দাও

বীজতলা থেকে

প্রায়শই বাবা লাঠিতে কথা বলতেন…
তখন দমকা হাওয়ার মতো প্রত্যেকের প্রতিটি কাজ
খসে খসে যেতো

শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরায় এতো মেঘ থাকা সত্বেও
মাঝে মাঝে রিমঝিম ঝরতো :
তোরা আমার কাঁধ ছাপিয়ে এতো উঁচুতে পৌচেছিস
যেখানে হাত গিয়ে আর ছোঁয় না—

ভাবতে ভাবতে আমার চোখ ছিটকে পড়লো
দুঘরের মাঝে লেপ্টে থাকা বারান্দার আয়নায়
যেখান থেকে কেউ নিজেকে আড়াল রাখতে পারে না…
আমি পারিনি—বাবাও পারেননি—
মার সেই অনর্গল ঝড়শাসন হাত থেকে
আর ততোই দলে মুচড়ে মুতোকাঁথায় গুটিয়ে
যাচ্ছিলো বাবা জবুথবু অসুস্থ শরীর নিয়ে

আমি কি করে তখন শ্যামা মার চরণচিহ্নে
রাঙাজবার কথা ভাবি…

তবু কটা দিন…

নীল চাদরে চাল ছড়ানো উঠোনের দিকে
তাকাতে তাকাতে আমার কালিমা ধুয়ে যাচ্ছে…

হইনা এই বিশাল জলরাশির কাছে নগণ্য কীট
তবু কটা দিন রাজার মতো…

টেবিল

সারাদিন কিছুই করছিনা গোল…হয়ে যাচ্ছি…

অথচ তুমি আমার সারা শরীর জুড়ে
জোয়ার ভাটা নক্ষত্র দেখছো—
তাই থেকে থেকে স্কেচ, লেমনহট…কিংবা
পাঁপড়ভাজা এগিয়ে দিচ্ছো—

আমি রাজার মতো খাচ্ছি আর গোল হয়ে যাচ্ছি…

বিকাশ গায়েন

☐ উজ্জ্বলতা তোমায় দিয়েছি

উজ্জ্বলতা তোমায় দিয়েছি আমার রইল ভুষোকালি।

'প্রহর জাগাও' বলে যারা গেছ তুলোর আশ্রয়ে
জেনে গেছ : আলো কিছু কালি দেয় কালিটা বাতির
কাচের আড়ালে ঢাকা যা শুধু ঠিক্‌রায় আগুন
পোড়ায়না কিছু তোমাদের তুলোর সংসারের
কৌশল শিখেছ ভালো আগুনের শিখাখানি বাড়াতে কমাতে
প্রধান বেদিতে বসে তুমি হাস, আমার অশোক হাসি
তোমায় দিয়েছি আমি ছড়াই দুহাতে ভস্ম ছাই
সভাময় এত ভস্ম ওড়ে কি মহান যাদুবলে
তুমি তাকে কস্তুরি গন্ধ শেখাবে!

বেঁচে থাকা আকাল হোয়েছে দেশে। যারা বাঁচে
জলে জলে নিজেই আঁধার হোল জালানী বিহান
যদি চাও সেই ভাবে বাঁচি, তবে
কাচের গৃহস্থ চাঁদ—তাকে কিছু দাহবান কেরোসিন দিও।

☐ প্রসাধনে জান

তুমি তাকে প্রসাধনে জান। বেদনে জেনেছ, উচাটনে?
তাহলে মধুর হোত বিকেলে বিদায়। রেশমী কিংখাব
ছায়ার শরীর আরো প্রসারিত হোত ছায়াকে ছাড়িয়ে।
অক্ষরের মাঝখানে যে ধবল শূন্য থাকে ভাষা তার শান্ত সরব
কথা ছিঁড়ে তাকে পাও মুখোমুখি মেধার ব্যায়ামে!

ছোঁয়া না-ছোঁয়ার মাঝে এত যে আগুন দাহহীন
চুম্বনে দু'ঠোঁট পোড়ালে? সয়ে গেলে ক্ষতি হোত কিছু?
শরীরের পিছুটান সন্দরের মত জলে ভাসে; ফোস্কা পড়ে।

ক্ষতস্থান ধুয়ে নিতে পেয়েছ আদিম লতা, গুল্মের শিকড়?
বিষাদের যোগ্য কোন বারনল নেই

শরীরের চারপাশে ঘোর। শরীরে ঘুরেছ, সংগোপনে?
তুমি তাকে সমাগমে জান। আড়ালে জেনেছ, উন্মোচনে?

☐ নির্জন প্রহরে

এটুকুই বিজ্ঞাপন বাকি সব নির্জন কবিতা।
বাকি সব জামার আড়ালে ঘুণপোকা বাড়ে অন্ধকারে,
খেয়ে নেয় মেহগনী শিল্প যতকিছু দিনের রচনা।
সামান্যই কথা, প্ররোচনা বাড়ে দীর্ঘ লাটাইয়ের সুতো
কাজল গরিমা মুছে নিলে থাকে দু চোখের পরাভব।

তাহলে যা প্রকাশ্যে দেখে দেখেছি এতকাল সব তার মিছে!
মর্মভেদি আলো এসে ঘরে চোরাপথে ঠিক্‌রে পড়েছে
চোখ খুলে গেল আমার চোখ ছিল ভুরুর আড়াল—
ব্যস্তবাহু আপাত-মানুষ আসলে তা রেশমী কংকাল
সবার বুকের নিচে ক্ষত, সবাই ঝরছে অবিরত।

আধো ঘুমে জাগরনে কাজে মানুষের আঁধার প্রহরে
একজন শ্রান্ত নচিকেতা শোকের বিরুদ্ধে একা লড়ে।

☐ সমবেত দুঃখে

রাত্রি তো খোলেনি এলোচুল, শুধু গভীরে গভীরে
স্তব্ধতা পাথর হোয়ে শিয়রে জেগেছে।
অভিমান এতখানি গাঢ় হোতে পারে কেউ তা বোঝেনি
অমল নিয়নালোকে ব্যপ্ত যে আঁধার কেউ তা দেখেনি
পাথর ভাঙার শব্দে ভেঙে যায় সযত্ন বাগান।
পোড়ে কুশ, হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ শালগ্রাম
নির্জন গলিতে একা যুবকের হাতে হাতে ফেরে।
হাওয়া কাঁপে; ডানা থেকে ঝরে পড়ে বিকেলের ক্ষমা,
'এভাবে চলে না' কেউ বলে তবু দিন যায় বেশ।

ফুলের সংসার জুড়ে আজ শুধু কাঁটার উত্থান—
কাঁটা বল ভুল হবে। সমৃদ্ধ গৌরবের মাঝে
সমবেত যন্ত্রণাগুলি ফুটে ওঠে ফোটার উৎসবে।

□ ক্ষুর

বড় ভালবেসে দেহ দিয়েছিলে তাই আজ ভুবন দেখেছি
সন্তাপ বাহিত বায়ু কারুকার্যময় ওই চোখে
এত যে করুনা ছিল ; মুক্তোগুলি কান্না হোয়ে ঝরে।

ধানের শিকড়ে গিয়ে খুঁটে খুঁটে ঘাসবীজ তোল আজ
ঘাসবীজ প্রিয় খাদ্য ? প্রিয় মুখ ক্ষুধাকে জাগানো ?
নিচু হোয়ে কথা বল—তোমার বেদনা আজ গান

গান হোয়ে ভেসে যায় পার্টির বাতাসে
যেখানে আঁচল ওড়ে ; হাসি মেলে পানীয়ের
তীব্র ফোয়ারায়। নাচ, তুমুল হুল্লোড়ে ফাটে অসংখ্য ভারত

দেশের মাথারা বোঝে সাময়িকী কিছু বোঝে তার
রটনায় সত্য ঢাকে আমি একা স্তব্ধতাকে করেছি ক্ষুরধার।

□ পর্যটন

আস্ফালন থেমে বায় শিয়র ছুঁয়েছে যুঁইলতা।
তোমার অমেয় হাত ভরে দিল মদ
মাতাল মাতাল শান্তি, দিবসের অনুচ্ছিষ্ট ভোজ
সেরে নিয়ে আমি যাই পদ্ম অন্বেষণে।
শ্বেত পদ্ম নীল পদ্ম গাঢ় বেদনার
রং, পদ্মরেণু আমি সারা গায়ে মাখি
চিন্ময় করোটি থেকে জেগে ওঠা সহসা প্লাবন
ভাসালো সর্বস্ব লক্ষ্মী, করোকোষ্ঠী, ছাইভস্ম
তাক্ত শবাধার আজ তমসা ঢেকেছে নাভিমূল।
আলোল বিলোল কেশ হেসে ওঠে কামাখ্যাকুমারী—

পাতায় পাতায় দ্যুতি ব্যপদেশ জোৎস্নায় রাঙানো
বাষ্প হোয়ে ওড়ে তৃষ্ণা বৃষ্টি হোয়ে ঝরে,

পর্যটন শেষে তুমি আমার কপালে দিও সূর্যের বিভূতি।

□ কৃষক

দয়া ও দাক্ষিণ্যের কাছে নত নই আমার দুহাতে
প্রতিভার অঙ্কুরিত বীজ শস্যময় ভরাব প্রান্তর।
অবিরল গঙ্গা এতদিন ধরেছি যে বুকে তাই দিয়ে
জলসেচ হবে, হাওয়ায় দোল খাবে উজ্জ্বল আঙ্কুর।

শস্যের গাম্ভীর্য দেখে চাষী বোঝে কর্ষনের কাল
লাঙ্গল ছোঁয়ার আগে মাটি হয় সঠিক যুবতী
যে সার ধরেছে এই মেধা লাগাই সম্পন্ন ব্যবহারে
বৃষ্টি হবে—তাই হোক তবে, দিগন্তে ঘনিয়ে ওঠে মেঘ
নির্মোহ শরীর ভরিয়ে দেয় অনির্বচনীয় কাদা।

বাইরে দরুণ গ্রীষ্ম রোদে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক ঘামছে যখন
প্রকৃত কৃষক একা বসে অনুভবে বোঝে অগ্রহায়ণ

□ শব্দদূষণ

কথা বলা বন্ধ হোলে আবহাওয়া দূষণ বন্ধ হবে।

শব্দ এত দ্যুতক্রীড়া জানে—উচ্চারণে তীব্র লালা
ঝরে ঝরে পিছল করেছে বড় গোলাপী সংলাপ,
কথায় কথায় চারপাশে এত যে রটাও ভালবাসা
সমুদয় জোৎস্না এসে দুই ঠোঁটে পাথর হোয়েছে।
আমি রোজ সকালের রৌদ্র থেকে উজ্জ্বলতা খুঁটে
নিতে গিয়ে অপরাধপ্রবণ কিছু বাক্য ঘরে আনি
নিজের নিঃশব্দে প্রতিদিন একা রক্তাপ্লুত হই।

বুকের বাঁপাশে এক নিরুত্তর ভিখারী জেগে আছে।
দু'হাত বাড়ানো মানুষের অসীম দীনতা থেকে
সে কি নেবে ? শব্দগুলি হেসে যায় তঞ্চকারী সোনা
প্রলাপ পাগল এ শহর শূন্যের সমাস জানে না।

নারায়ণ বৈরাগ্য

☐ বিরহ কুসুম

এই খানে চন্দন সুষমা
এই খানে প্রলয়ের সীমা
এক হাত ছড়ায় বীজ ; অন্য হাতে আগুন লহিমা
দু-দিকে ভুক্ষা-ভূমি জাগে উষ্ণীস শীখা

এই খানে বীজ, বিরহ কুসুম ; ভ্রম
স্তব্ধ তমালের ডালে মিশে যায় ব্যাকুল মালিকা
প্রলয় পরিখা হীন কি অপার সুষমা
নির্ভার সে মোহন আগুন তুলে নেয় সে দুটি পা
প্রতি পল্লব অণু বিভাসে বিভাস
আ-ভূমি প্রকৃতি কতদূর সৌর-আকাশে
লেখা হয় সে নাম, তারপর আর যা ; বলা যায় না
নিরত দেখে—ও প্রলয়, চন্দন সুষমা শধু আমার

ও বীজ আগুন, মোহন কুসুম শুধু আমার

☐ অংশত লেগে আছে

অংশত লেগে আছে—তাই ফুল
ঈষৎ সবুজ পাতাদের নিঃসরণ
এ তিনজনা ধু-ধু মাঠের অন্তত: এককুল
জাগায় এখনো, প্রায় মিশে যেতে যেতে—
তবুও আলোর দিকে বাতাসের দিকে উঠেছে যে বেঁকে
ডাল—ফেলে ফুল আজো প্রতিদিন
প্রতিভোরে ঝরে ফুল প্রথর এ ধু-ধু মাঠে !

এই সব নিয়ে যায় তিনজনা তিন দিকে—
প্রথম জন যায় রাধা-কুঞ্জের দিকে একা

দ্বিতীয় জন খুব দ্রুত ওঠে দোতলার বাঁকে
তৃতীয় জন সাদা এনামেল হাতে
খেলতে খেলতে কখন ক্রমশঃ সাজায় তাতে
প'ড়ে থাকা সাদা ফুল—একটা একটা ক'রে সব ফুল
নিথর অসীম সাদা ফুটপাতে

☐ তোমার জন্য

তোমাকে দেখার জন্য আগুন হয়েছি
বেঁকে বেঁকে গেছে শীখা, উষ্ণীস কত মধ্যযাম
প্রলয়ের মত কখন সোম-ধ্বনি
ঋজু হ'তে গিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে গেছে মণি
বাতাস হয়েছি কতবার—ফুৎকারে মিশে
গেছে কত অমা-ক্রুর করতল

জল হয়ে কতবার তুলেছি তোমায়
অল্প অল্প ক্রমশ ভূমি থেকে প্রথম

কতদিন প্রখর জলে জলে মিশে হয়েছি
মেঘমালা ও দু-পল্লব থেকে অপার
দূরে বহুদূরে নিয়ে গেছি রেদ বিন্দু—
কোথা কি ছিল আর কোন স্থান বাকি
হইনি আমি আভাসিত মৃদু ও দ্রুত !
তোমাকে দেখার জন্য শূন্য, এবার আকাশ
যোজন যোজন দূর শুধু সুদূর আমি অনন্ত
যে ভাবেই থাকো যে ভাবেই যাও এবার যে খানেই
ছায়া পড়বেই অনিবার

আমাকে ছেড়ে নও তুমি
আমিও না ছেড়ে তোমায়

মিশে আছি তোমার উপরে
মিশে আছি ভেতরে—সারাগায়

শুধু তোমার জন্য
হয়েছি আকাশ, শুণ্য

□ হাওয়া

জল থেকে ওঠে হাওয়া
আগুন থেকে ওঠে হাওয়া

আজ প্রথর আছে কি কায়া ?

কে আছে পুরুষ
কে আছে বিভাবরী
প্রথম তুমি ওঠ শাল-মঞ্জরী সোম-ধ্বনি বেহু
দ্বিতীয় তুমি ওঠ টগর সুরভী রজঃ স্রোত রেণু
ধ্বনি যত সোম বেহুর, ধ্বনি যত টগর-রেণুর তনু
হোক প্রলয়ের মত

ঝরুক আগুন এ হাওয়া
ভেতরে শুধু মাটি ও জলের মত সুষমা

□ প্রকৃত ঘর

প্রকৃত ভূমির দিকে ফিরে আসে পুরুষ
প্রকৃত আগুনের দিকে ফিরে আসে নারী
চাঁদের আমূল পিঠে সোহাগ ঝ'রে পড়ে
যত মধুবন জুড়ে আছে আনত মঞ্জরী
টগর বীথি তল ওঠে ক্রমশঃ ন'ড়ে ন'ড়ে

জড়িয়ে পলাশ চূড় নামে যত অমূর্ত জল
অমল আগুন ঘোরে, ধরে বাজু ভাঙ্গা মথমল
ভাঙ্গে ধ্বনি, সে প্রবল ভাঙ্গে—যত রূঢ় সুর
বিধুর সারা নিশা, বিলুপ্ত উষাকাল থেকে
তুমুল আকাশ থেকে পড়ে যত পলাশের

দীর্ঘ-ঋজু ছায়া, বিবশ ছায়ার মত তুষ
বিপাশা দীর্ঘ, দীর্ঘ আরো দূর...সে যতদূর

□ নিম্ন ভূমি

নিম্ন ভূমির দিকে নেমে গেছে জল
নিম্ন ভূমির দিকে নামে সব জল
দ্রুত এসে পড়ে বাতাস , উঠে বাতাস
হাওয়ায় হাওয়ায় ঘোরে আগুন কলরব
কে উঠে কে শতদল ?
কে উঠে মেঘ, মেঘ মল্লার
অধ-মুখ 'ছুঁয়না ছুঁয়না আমায়'—
গম্ গম্ করে জল দীর্ঘ মেঘ-ভার !
আগুনেয় মত না হ'লে ; না পলাশ, অচ্যুৎ
ওজল সুষমার মত না হ'লে আর
নেভে, নেভে প্রথর এ বিদ্যুৎ

□ সে কোথায়

কোথায় রেখেছ তাকে
আগুনের বাঁকে বাঁকে
জলে ও বাতাসে
না মাটির ফাঁকে ফাঁকে
কোথায় কোথায় মেশালে
আগুনের মুখোমুখি ডাকে পুরুষ
বাতাসে বাতাসে কতবার খ'সে গেছে
শূন্য মুঠি ঘুরে গেছে, করতল যায় বেঁকে
আমূল কেঁপেছে মাটি কাঁপে মাটি
মাটির ভেতরে ডেকেছে উরু-কাশ, নারী
প্রথর তুর্গ নদী, আর যে স্থান জুড়ে
রয়েছে ঋজু পলাশের সারি !

দীপঙ্কর দত্ত

☐ স্যানাটরিয়াম

প্রচণ্ড আতঙ্ক ও শিহরণে ওয়
আকস্মিক গর্তপাত হয়ে গেলে
এ'ঘরে শুশ্রূষার কেউ নেই,
নার্স...নার্স...বলে করিডোর ধরে ছুটতে ছুটতে
অন্ধকার ;
পিশাচের ক্ষুধার্ত হাড় সার আঙুল চেপে বসে
কণ্ঠনালীতে—
শার্সি ভেঙে জানালার উঁচু ধাপ,
লাফিয়ে নীচে নামতেই কোলাহল,
"What's up ? Some one killed ?
Two minuits ago we heard a suiper fire !"

ঝলসানো ইউক্যালিপ্‌টাসের জেব্রা সিলুয়েতে
সিস্টার ডিমেলের ঠোঁটে তখন নিরক্ত হাসি,
আর সামনে স্ট্রেচারে স্ট্রেচারে বিষাক্ত
চর্ম্মরোগ নিয়ে মৃতকল্প নবজাতক—
উপনিবেশের আর দশজন আহত বিকলাঙ্গের মতো
মর্ফিন প্রয়োগ করে শিথিল করা হয়নি
যন্ত্রণার মুঠো ;
বিবর্ণ আকাশের নীচে এখন তাদের শুধু
লর্ড জিজাসের কোলে উদাসীন রেখে যাওয়া—

সেবার রুম থেকে এখনো চাপা কান্না
ভেসে আসে, গোঙানী—

☐ প্রসূতি

ডিসেম্বর ফিরে এলে,
জরায়ুর ব্যাপক শূণ্যতা ও কাঠিন্য ভেঙে যে
বিকলাঙ্গ জাতক নেমে আসে,
তাকে আগুন করে রাখার মতো পর্য্যাপ্ত জ্বালানী
নেই, সমস্ত অতীন্দ্রীয়তা দিয়ে ওকে আঁকড়ে
ধরে দেখি, ত্বক স্পর্শজ্ঞানহীন,
হিমায়িত ঘড়ির পাশে শুধু জেগে আছে,
শেষ কয়েক মুহূর্তের ক্ষীণ স্নায়বিক আক্ষেপ—

পেঁজা তুলোয় নিথর শরীর জড়িয়ে যখন
জলাভূমির পাশে ক্যাথিড্রাল স্তব্ধ,
বালিহাঁসের উড্ডীন সিলুয়েতের নীচে দুর্ভেদ্য মার্শ গ্যাস,
আর মাঝে মাঝে উগ্র আগুন জ্বলে উঠলে
পাশাপাশি অদ্ভুত সমতা রেখে দাঁড়ায়
গ্লেসিয়ারের মতো অসংহত, আরও ব্যাপক এক
নীরন্ধ্র রাত্রি—
পরবর্তী জাতকের প্রতীক্ষায় অভুক্ত হিম নিয়ে
জেগে থাকি সমস্ত প্রহর—

☐ রাত্রি

মুহুর্মুহু প্রচণ্ড টি. এন. টি. এক্সপ্লোসনের ভেতরে
সমস্ত সমাযোজন ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে গেলে
প্রি-র‍্যাফায়েলাইট ছবির ওষধি বিহ্বলতা ছিঁড়ে
নেমে আসি নীচে ;
পিশাচের রাজ্যাভিষেক উদ্‌যাপন করে এবার
আত্মনির্মাণের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করি
হাইড্রোজেন ইউরেনিয়াম—

বস্তুতঃ খাড়িতে এখন কোনও জল নেই,
ঝিনুক ও সমুদ্র শঙ্খ নিয়ে বালিয়াড়ির
অতিপ্রাকৃত নির্মাণের পাশে সমস্ত রাত
ডেজার্ট-মনিটরের মতো মৃতের করোটীর ভেতরে
খুঁজেছি এই আরূঢ় অন্ধকারের যোনিমুখ—
কাল ঝড় জল তুফান এলে সকাল,

ম্যাগ্‌নেটিক মাইনের মতো প্রতীক্ষায় থাকবো
ওদের দর্পিত অয়েল ট্যাংকারের—

□ রেজারেক্‌শন্‌ / ১

প্যানিয়লিথিক ঘুম ছিঁড়ে সমস্ত রাত ব্যাপি
অশ্ব চালনার পর, ভোরের উপকণ্ঠে রাশ টানি,
রেস্তোরাঁর মর্মর শার্সিতে তখন
কবোষ্ণ আলোকস্তম্ভ
গুঁড়িয়ে ঝরে পড়ছে লাউঞ্জের ব্যাপক ঘাসে—

অফুরান শরাব ও নগ্নীভবনের মাঝে
কেউ বেহুঁস, কেউ আরও একবার
আত্মহনন শ্রেয় মনে করে পায়ে পায়ে ওর
অতলান্ত আলো-অন্ধকারে নেমে গ্যাছে ;
কোন ভ্রূক্ষেপ নেই—
সানগ্ল্যাসের সাইকেডেলিক বিচ্ছুরণের ভেতর
মৃত্যুকে রেখে,
সর্পিল শরীর ও ব্রেক নাচে ও শুধু একটানা
প্রতিফলিত করে যায় টিন-ড্রামের
উৎরোল আগুন—

এখানে আমার কোনও বিনোদন নেই, উৎসর্জন—
যা কিছু মাংস, শৃংগার ও শ্যাম্পেন
বিগত ডিসেম্বরেই প্রত্যাহার করে এবার,

শেষ বার শুধু ও-কে উদাসীন দেখে যাওয়া—
কেন না উপদ্রুত ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে যেতে যেতে
এখন আমি, ভল্ল ও অশ্বখুরে ছুঁয়ে আছি, স্পন্দিত
এক অনন্য জীবন—

□ আজ আছি কাল নাই

বন্ধু সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা পত্নী বিদেশিনী
এলডার সহিত জলবিহার কালে, পিতামহ প্রত্যহ
দেখিতেন, স্টিমারের যান্ত্রিক আওয়াজে ভীত, সন্ত্রস্ত
হইয়া, তটস্থিত শঙ্খচিল সমূহ কিরূপে পাললিক
চুম্বন ছিঁড়িয়া পলায়ন করিত !
সুদীর্ঘ এক শতাব্দীর অবসান ঘটিয়াছে। শঙ্খচিলগণ
আজ নিঃশঙ্কচিত্তে আসিয়া মাস্তুলোপরি উপবেশন
করে, বিস্কমচঞ্চু সঞ্চালন পূর্বক রৌদ্র প্রক্ষালন
সমাপনান্তে, অগ্নিকামী শলভের ন্যায় আত্মজ্ঞানহীন
ঝাঁপাইয়া পড়ে মনুষ্যের ফাঁদে।
এক্ষণে আমাদিগের নিকটও মৃত্যু, রঞ্জনরশ্মির
সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া, পারাবতের ন্যায় কিছু
রুদ্ধশ্বাস সময় উড়াইয়া দেওয়া মাত্র।
দরিদ্রঘরের রোগজীর্ণা কিশোরীর ন্যায় সর্বাঙ্গীন
অন্ধকারের মধ্যেও যাহারা, শুদ্ধ অদম্য ক্ষুধা ও স্বপ্ন
লইয়া বাঁচিয়া ছিলো, ঘর ও পথের প্রভেদ
ঘুচিয়া গেলে, তাহারা পর্বতের সানুদেশ হইতে সমতল,
বন্ধুর মালভূমি হইতে সমুদ্র অবধি, ভ্রাম্যমান
অতৃপ্ত প্রেতের ন্যায় সর্বভুক অগ্নি পরিক্রমা করিতেছে।
কোনও আতঙ্ক নাই। উক্ত নভচর শঙ্খচিলের ন্যায়
বিকারহীন উড়িয়া যাইতেছে মৃত্যুর ক্রমপ্রসারিত
ওই বিবরের পানে।

রাজা গোবিন্দ ঘোষাল

☐ কয়েক যোজন এখনও, তখনও

কয়েক ক্রোশ পথ পেরিয়ে এসেছি মাত্র ;
এখনও কয়েক যোজন বাকি। এরই মধ্যে
পুরনো বটের গুঁড়িতে জমছে উইঢিবি—
আমাদের টুকরো স্মৃতিগুলো জড়ো হচ্ছে ;
প্রতি সন্ধ্যায় ঘন হচ্ছে ছায়া—
আমাদের পিছুটান প্রবল হচ্ছে ;
অগভীর জলে তরঙ্গ দোলা খাচ্ছে নিঃশব্দে—
আমাদের স্বপ্ন এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

এবং একদিন আপাত শেষ হবে
এই পথ পরিক্রমা। আমরাও
ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমার গল্প হ'য়ে যাব।
তখনও জমবে উইঢিবি
সন্ধ্যায় ঘন হবে ছায়া
তরঙ্গ দোল খাবে নিঃশব্দে
তখন ও বাকি থাকবে কয়েক যোজন পথ।

☐ ঘুমপাড়ানি গানের আগে

ঘুমপাড়ানি গানের আগে
আমরা সমবেত অশ্বখুরের শব্দ শুনেছি।
আর তখনই কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছে
দারুণ উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে
এবং আমাদের গায়ে ছোটবড় ফোস্কা পড়ে গেছে।
তারপরও অনবরত আঘাত, মৃদু ধাতব শব্দ,

এ্যাটমিক উত্তেজনা— এসবের মধ্যে আমরা
আমাদের নাম-গোত্র ভুলে গেছি।
আর তখনই বেজে উঠেছে সেই বীণাযন্ত্র
আমাদের পেশিগুলি শিথিল হয়ে গেছে
আমরা ততক্ষণে বুঝে গেছি
বানানোর মত গল্প আর একটিও অবশিষ্ট নেই।

☐ ছড়িয়ে পড়েছে অন্ধকার

এক নমণীয় উদ্যানের পাশে
দাঁড়িয়ে ছিলুম আমরা। মাথার ওপরে
ছিল এক অপরূপ আকাশ। মহাজাগতিক সুর
অনায়াসে ভেসে বেড়াচ্ছিল বাতাসে। দূরে—
খুব দূরে কে যেন কাকে ডাকছিল। আর
কেঁপে উঠছিল জগৎ-জোড়া শূন্যতা।

অকস্মাৎ মাথার ওপর নেমে এল
খড়্গ। বেঁকে বসল মস্তিষ্ক। হৃদয়ের যুক্তি
টিঁকল না আর। এবং আমরা
অযুত দুঃস্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে গেলুম।
আমরা ছদ্মবেশী ঈশ্বর হলুম কেউ। কেউ
ছদ্মবেশী শয়তান হলুম। আমরা
আত্মবিস্মৃতির পথে পা বাড়ালুম।

আজ তাই, বুকে জমছে হিরোসিমা-কান্না।
উপদংশ ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়ছে।
অন্ধকার।

□ কোথায় যেন, অত্যন্ত গভীরে

আমাদের চোখের ওপর বস্তুত কোন
দৃশ্য ছিল না। ছিল পাথর স্মৃতি। আর তা
অনায়াসে কুরে খাচ্ছিল আমাদের মজ্জা—মেধা
হৃদয়। যেন পেছনে ছুটে আসছিল
হু-হু অন্ধকার। অন্ধকার ও এত
হিংস্র হ'তে পারে!

অনধিকারীর মত দাঁড়িয়ে ছিলুম, পোশাকহীন।
কোথাও কোন কান্না ছিল না
কোন শব্দ ছিল না
কোন শুষ্ক অভ্যর্থনা, তা-ও না।
তবুও দূরে অথবা কাছেই
কোথায় যেন, অত্যন্ত গভীরে কোথাও
ধীরে ধীরে একটা দরজা খুলে যাচ্ছিল।

□ আগামী প্রজন্মের কবিতা

তারা চেটো ভ'রে তুলে এনেছিলো
গরল। আর তা-ই মাখামাখি ক'রে
উদ্দাম নৃত্যে মেতেছিলো। তারা
আফিমে বিহ্বল হ'য়ে শুষে নিয়েছিল
প্রাত্যহিক ছন্দ।

তারা আমাদের জন্য রেখে যায় নি
কোন উজ্জ্বল সৈকত। পল্লবিত প্রেমকে
দু'পায়ে মাড়িয়ে গেছে তারা। কিছু ভাঙাচোরা হাড়
স্তূপাকার ক'রে রেখে গেছে।

আর আমরা এখন চোরাবালির ওপর
হামা দিচ্ছি। দিনে দিনে বোকা ও শক্তিহীন
হয়ে পড়ছি। আমাদের গান হ'য়ে উঠছে
সমবেত হাহাকার।

রাজাগোবিন্দ ঘোষালের গল্প

এক বামন ও একটি কৃষ্ণচূড়া

এক দেশ ছিল। সেই দেশে এক রাজা ছিল। এই, খুড়ি! সেই দেশে এক বামন ছিল। বামন, মানে বেঁটে খাটো লোক। উচ্চতায় ৩ থেকে ৩॥ ফুট। ঐ বামনের গায়ের রঙ ছিল কালো। গায়ের চামড়া, খসখসে। চোখ দুটো গোল গোল; বেশ বড়।

বামনের কত বয়স, তা কেউ জানত না। কেউ যদি বলত—আমার বাবা, যখন এই এতটুকু, গুরুমহাশয়ের পাঠশালে যেতেন, তখন ঐ বামন পেছন পেছন যেত—তো সমসাময়িক কেউ বলত—হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবার মুখে শুনেছি, আমার ঠাকুরদা যিনি সেকালের এক বিখ্যাত লেঠেল ছিলেন, তিনি আর ঐ বামন একবার শতাধিক ডাকাতকে ঘায়েল করেছিলেন। শিবমন্দিরের পুরোহিত, যাঁর স্বভাবতঃই একটু গঞ্জিকাসেবনের অভ্যাস আছে, তিনি তো আবার আরো একটু এগিয়ে থাকেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী এই বামন আর কেউ নয়, স্বয়ং কলকি-অবতার। স্বয়ং ব্যোমভোলা কলির জনসাধারণের ওপর ক্ষেপে গিয়ে এক রাতে এই বামনটিকে তাড়াক্ ক'রে ধারাধামে নামিয়ে দিয়েছেন। মাতাল শিবশঙ্কর অবশ্য এ কথাকে—ধ্যুস্ শালা য্যাত বাজে কতা! ঐ বামন বাউণ্ডুলে আবার কলকি-অব্তার!—এইসব বলতে বলতে পুরুত-ঠাকুরের বাপান্ত করে।

সে যাই হোক। এসব দৈনন্দিন ঘরোয়া গল্প। আমরা তার কতটুকুই বা জানি। তবে কিংবদন্তী যা বলে, তা থেকে অনুমেয় এই যে; বামনটির বয়স কত তা কেউ জানে না। এই একটু আগে যে পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হ'ল তার বাবা, তার বাবার বাবা, তারও বাবার বাবার বাবা এবং সেই বাবারও যদি কোন বাবা থাকে···বাপ্‌রে! এই বাবাদের ইয়া লম্বা লাইনের সব্বাই এই বামনকে দেখেছেন! হায়! উনি এখনও সেই আগের মত! হ্যাঁ, কোন যুগেই ওঁর কোন পরিবর্তন হয় নি। তবে মোটকথা দাঁড়াল এই যে, ওঁর বয়সের কোন গাছ-পাথর নেই। এই, খুড়ি! ঐ বামনের বয়স-সূচক কোন পাথর আছে কিনা তা কারো জানা নেই বটে, তবে একটা গাছ আছে। তবে গাছ আগে না বামন আগে এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের

অবকাশও আছে। তবু প্রমাদ নেই কিংবা খুবই নগণ্য যা ধর্তব্যের মধ্যে নয়—এই সাধারণ স্বতঃসিদ্ধটি গল্পের খাতিরে মেনে নিলে, ঐ বামন আর ঐ গাছ, ঐ গাছ আর ঐ বামন সমসাময়িক। কিন্তু এই গাছটা কি গাছ, যা এই কয়েক যুগ ধ'রে অকাতরে অক্সিজেন দিয়ে যাচ্ছে? বট? অশ্বত্থ? পাকুড়? না, এর কোনটাই নয়। সে একটি কৃষ্ণচূড়া।

কাজেই, একটা মাঠ ছিল। সেই মাঠের পাশে এক কৃষ্ণচূড়া গাছ ছিল। সেই গাছের নিচে ঐ বামনকে প্রায় সময়ই বসে থাকতে দেখা যেত। ঐ বামনের তো নির্দিষ্ট কোন ঘর-বাড়ী ছিল না। সাদি-উদিও হয় নি। তাছাড়া ও একটু অসভ্যতা করতে ভালবাসত। ঐ বামন দেহের মধ্যভাগের জলকর্মের আর বায়ুকর্মে দারুণ পটু ছিল। আর যখন তখন যেখানে সেখানে ঐ সব কর্ম করত আর লোক-জনের দিকে চেয়ে হি হি ক'রে হাসত। এবং মূলতঃ এই বদভ্যাসের জন্যই একটা নোকরির ব্যবস্থা প্রায় পাকা হ'য়ে গিয়েও কেঁচে গিয়েছিল। তো ঐ বামনের গণেশের মত পেট হ'লে কি হয়, প্রায় সবটাই চর্বি; তেমন খেতে পারত না। চেয়ে-চিন্তে, একামান্নষ তো, একরকম চলে যেত। পৃথিবীতে ওর সবাই ছিল; কিন্তু তেমন ক'রে কেউ ছিল না, শুধু ঐ কৃষ্ণচূড়া ছাড়া। ও কৃষ্ণচূড়াকে ভালবাসত। যখন কৃষ্ণচূড়ায় লাল লাল ফুল ফুটত, আর একটা লাল আভা ছড়িয়ে পড়ত চারদিকে, তখন সে সেই ফুলন্ত কৃষ্ণচূড়ার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তার দিকে পলকহীন চেয়ে থাকত। রাতে গোপনে গোপনে সে কৃষ্ণচূড়ার কোমর জড়িয়ে ধরত। তার শরীর রোমাঞ্চিত হ'ত। তার বুক কেঁপে উঠত। আর তখনই সে তাকিয়ে দেখত, ফুলগুলো তো লাল নয়, কালো। শিউরে উঠত সে। তার ভয় হ'ত—ফুলগুলো সকালে আবার লাল রঙের হবে তো!

ঐ বামন মনে মনে এক দারুণ অধিকার ভোগ করত। এমন এক রূপবতী গাছকে নিজের হাতের মুঠোয় পেয়ে তার তো গর্বের শেষ ছিল না। সে সবাইকে বলত—এই ছাখো, এই কৃষ্ণচূড়া আমার। এতে আমার জন্মগত অধিকার। এর ফুল যদি কেউ ছেঁড়ে বা এর ডালপালা যদি কেউ ভাঙে তো তাকে জ্যান্ত কবর দেবো। এবং এইভাবে বেশ চলছিল। সবকিছু, ঠিকঠাক। কিন্তু একদিন...

ও! ভাল্লাগছে না তো। ফরেন লিকার, স্যার্। তো আহুন অল্প বাংলা মিশিয়ে দিই। জমবে ভাল।

আপনারা কিংকরদাকে চেনেন? চেনেন না? সেকি। আমাদের গ্রামের সেই দারুণ মেধাবী ছেলেটি। কোন পরীক্ষায় প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হ'ল না। তো তাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—ভবিষ্যতে কি হতে চাও। সে বলেছিল, ডাক্তার কিংবা প্রফেসর। তখনও অবশ্য কিংকর কবিতা ধরেনি, আর ধরলেও আমি হলফ ক'রে বলতে পারি কখ্খনো বলত না, আমি কবি হতে চাই।

তো এই কিংকর যখন মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে পাশ করল তখন বাবা জ্যাঠা খুড়ো থেকে মায় গ্রামের বিক্সাওয়ালা পঞ্চু পর্যন্ত তার সুখ্যাতি করতে লাগল। গ্রামে বহুদিন পর সেই প্রথম ফার্স্ট ডিভিশন্ এল কিনা!

কিন্তু অল্প বিস্তর নষ্ট হতে বেশি সময় লাগে না। চেষ্টাও করতে হয় না তেমন। ভাল, ভাল। তো ভাল ছেলের পাখা হ'ল। সে উড়তে লাগল। আজ ক্লাব, কাল সিনেমা, রাত আটটা ন'টা। কয়েকজন দোস্ত জুটে গেল। প্রথম প্রথম বকুনি যে খেতে হয় নি তা নয়; তবু তারপর বাবার স্নেহ মায়ের আস্কারা। বেশিদিন লাগল না। মাত্র এক থেকে দেড় বছর সময়ে সেই গ্রামের গর্ব শ্রীমান কিংকর আর দশটা ছেলের মত বরং তাদের চেয়ে খারাপ অবস্থায় পৌঁছে গেল। আর যায় কোথায়? নেশাভাঙ শুরু হ'ল। একটু আধটু প্যাচট্যাচ শিখে নিয়ে পাড়ায় মাস্তানী। যেখানেই যা কিছু হোক, কিংকর। হিরো হিরো ব্যাপার। মেয়েরাও চায়। সুতরাং কিংকর পট্ ক'রে একটা ইয়ে করে ফেলল। মানে আমি কি বলতে চাইছি—ওহ্ ধ'রে ফেলেছেন—আপনারা বিদগ্ধজন—তো ঐ প্রেম! এখন সেই মেয়েটি ও কিংকরের মধ্যে যে প্রেম হ'য়েছিল, তা এতই গভীর যে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ছাড়া তার সার্থক বর্ণনা সম্ভব নয়। এ অধম শুধু কয়েকটি সাধারণ তথ্যই দিতে পারে। মানে, আউট লাইন ওন্‌লি।

ক্লাস নাইনের ছাত্রী। নাম কৃষ্ণা। স্কুলে যাচ্ছিল, ছাতা মাথায়। একটা মিষ্টি ক'রে ঢিল পড়ল ছাতায়। কৃষ্ণা ছাতা বেঁকিয়ে বলল, অসভ্য। কিংকর একটু কাত হ'য়ে চোখ টিপে দিল।

দিন দশেক বাদে ঐ একই জায়গায়। সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে কিংকর। মেয়েটিকে বলল, কিছু মনে করো না। সেদিন খুব অন্যায় হয়েছে। আমি বন্ধুদের বকে দিয়েছি। আমি আসলে তোমাকে অনেকটা অন্যভাবে...মানে ইয়ে...(রিষ্টওয়াচ দেখে)...এহে, তোমার তো বেশ দেরী হয়ে গেছে। এসো,

পৌঁছে দিই। মেয়েটির চোখ-মুখে একটা সলজ্জভাব। মুখে, না না আমি যেতে পারব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাইকেলে উঠে···সেই সূত্রপাত।

তারপর ক্রমশ চোখে চোখ রাখা। পথে দাঁড়িয়ে দু একটা কথা।
শেষে মামুলি পত্র বিনিময়।
একসময় গোপনে আড্ডা। দুজনে। নিরিবিলি।

কিংকরের তখন হাবুডুবু খাওয়ার অমত বস্থা। তার আর শেষ অবধি হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেওয়া হয় না। মেয়েটি মাধ্যমিক পাশ করে যায়। হায়ার সেকেণ্ডারী পড়তে কলেজে ভর্তি হয়।
অত্যপর কিংকর হতাশ। অবশ্য কৃষ্ণার ঐ প্রেমটুকুর জন্যই যে বেঁচে থাকতে পারে।
নিজের বাবাই বলছেন, শুয়ার কোথাকার! কি ছিলি আর কি হয়েছিস? মা বলছেন, নেশাভাঙগুলো ছাড়। পড়াশুনা যখন হবে না, চাকরির চেষ্টা কর।

চাকরি? ছোঃ, ওতো ছোটলোকে করে। কিংকর করবে চাকরি? অতএব মেয়েটির সংগে পার্কে, ভিক্টোরিয়ায়। কলেজে দিয়ে আসা নিয়ে আসা সিনেমা থিয়েটার, রেঁস্তোরা।

এই সময় কেমন ক'রে খুব গোলমাল হৈ চৈ-এর মধ্যেও কিংকরের হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ হ'য়ে যায়।

এবং এবার কিংকর পরম প্রেমিক, বিদ্রোহী, রাজনৈতিক কর্মী, এক সংগে অনেক কিছু। আবার কবিতাও ধরেছে। কিন্তু অবশেষে কিছুই হল না। ডাক্তার হওয়া তো দূরের কথা গ্র্যাজুয়েশনটাও কমপ্লিট করতে পারল না কিংকর। এবং কিছু যখন হ'ল না। তখন কৃষ্ণা গ্র্যাজুয়েট। এম, এ, পড়ছে। তার জন্যে এল এক ইঞ্জিনীয়র। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে কৃষ্ণা একবারের জন্যও বাবার অবাধ্য হওয়ার কথা ভাবল না। শুধু তোমার বন্ধুত্বের কথা আমি কোন দিন ভুলব না—এইরকম সহজ মধুর অকাট্য সংলাপে সব চুকিয়ে দিল।

রাগে দুঃখে যন্ত্রণায় কিংকর আত্মহত্যার কথা পর্যন্ত ভেবেছিল। কিন্তু...

এখন সেই কিংকর মানে আমাদের কিংকরদা কেরাণী। দশটা-পাঁচটা বোঝেন। দিনে দিনে কোলকুঁজো হয়ে যাচ্ছেন। এই কিংকরদাকে আমি সেদিন দেখলুম। তিনি চৌমাথার মোড়ে। আলুর চপের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

মাথায় বেশ ঘাটো হয়ে গেছেন মনে হ'ল। একটু বেশি কালোও হয়ে গেছেন। বোধহয় অসুখ-বিসুখ করেছিল। বেশ কিছুদিন হ'ল তাঁকে দেখিনি। তো তিনি খান ছয়েক আলুর চপ কিনে খেতে খেতে আর অবাধে বায়ুকর্ম করতে করতে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

এখন আসুন, আমরা একটা শব্দ-দৃশ্যময় দুঃস্বপ্নের কথা ভাবি।
আমাদের পুরণো গল্পের কৃষ্ণচূড়া লাল ফুলে ভরে উঠেছে। ঝকমক করছে তার যৌবন-লাবণ্য। আর তার নীচে সেই বামন বসে আছে। হঠাৎ চার পাঁচজন কুড়ুল আর করাত নিয়ে এগিয়ে এল। না, কিছুতেই না—বাধা দিল সেই বামন। কিন্তু শুনল না ওরা ঐ বামনের হাত পা বেঁধে শুইয়ে রেখে ওরা সেই কৃষ্ণচূড়ায় উঠল। ছোটবড় সব ডালপালা কেটে, শেষে গুঁড়ি। পুরণো গাছের গুঁড়িতে করাত ক্রমশ ভেদ করে বসে যাচ্ছে। শব্দ হচ্ছে। শব্দ হচ্ছে। শব্দ হচ্ছে।···

সুপাঠক!
সাবধানে থাকুন।
বাংলা কবিতার সুবর্ণমন্দিরে এক সন্ত্রাসবাদীর প্রবেশ ঘটেছে

নিরোর বেহালা

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ

একটি অনার্য প্রস্তাব

অংশুদেব মণ্ডল

□ অবয়ব তোমার জন্য

একটি অবয়ব চাপা দেবার জন্য তুমি
এক নির্বর্ণ আগুনে আমাকে পোড়ালে।
যীশু তার ত্রয়বিংশ পোষাক খুলে
তোমাকে সুবর্ণ প্রেম দিল
তৃতীয় নিরো কিম্বা আমি
তোমার প্রতিটি তার আঙুলে চেপে চেপে
বাজিয়ে চলেছি তোমার মধ্যে আমাকে
এক রোমক ধ্বংসের দিনে কিম্বা
অন্য কোন সুবর্ণযুগের সন্ধানে।

অভিনব এইসব রাতে প্রতীক্ষার অন্তরালে
শুনতে পাই পিরামিড কিম্বা মহেঞ্জদাড়ো সংগীত।
তখন অবশ অঙ্গনে ভেসে ওঠে দীপ্ত অবয়ব
যেন ক্রমশ হেঁটে যাচ্ছো দূরে বঙ্গোপসাগরে।
শূন্য আদিমতম আহ্বান তোমার ছন্দে
এবং হারিয়ে যাওয়ায়।
সে সময় কী এক যন্ত্রণা জড়তার অর্গল ছিঁড়ে
আমার আর্তির অর্থ মুক্ত করে অবয়ব-অবয়ব
আমি তোমার জন্য, এই নির্বাসনে…
অবয়ব তবু হেঁটে যায়।

তখন সমস্ত মসজিদে আজান এবং
সমস্ত গীর্জায় ঘন্টার ধ্বনি,
বাতাসে শিশির ঝরার শব্দ,

এবং ভেতরে এক অনাস্বাদিত স্বরলিপি গুঞ্জরণ।
সেই মুহূর্তে আমি। অন্য এক নীরবতার মধ্যে
ক্রমশ লীন হতে হতে দেখে ফেলি—
নিজের মৌন ব্যথার প্রতিপ্রভায়
ভালবাসার কার্পেটে অনেক
অনেক লোনা পায়ের ছাপ।

□ আত্মঘাতী সংলাপ

বার বার আমার হাতে
আমার মৃত্যুর পরোয়ানা
দিয়ে যায় ছন্দময় সময়।
মেঘ রোদ্দুরের সন্ধি থেকে
ক্ষীণায়ু স্বপ্নগুলো শিশু ও শিমুলে
ঘুরে ঘুরে অর্থহীন ধূসর।
অথচ এই আমি ফুলের অহংকারে
বীতশ্রদ্ধ হোয়ে জীবনের চুক্তি ছিঁড়ে ফেলি
মৃত্যুকে মূলত ঘৃণা করি বলে
প্রাচীর তুলেছি দেহের চারদিকে।
তবুও তার ছিদ্র পথে কে যেন ঢুকে পড়ে
শব্দে স্পর্শে সংবেদনের আবর্তে আবর্তে
আমাকে বৃদ্ধ হত শীতার্ত করে
এবং অনুভূতির উত্তল দিকে দাঁড়িয়ে
প্রশ্ন করে, কি ভাবে আছো?

উত্তর দিতে পারি না তাই
নিজেই নিজের রক্তে জীবাণু রূপে
অশুচ সময়ে আত্মঘাতী হয়ে যায়।

□ কাঁটা ঝোপ

পায়ে পায়ে রাত পেরোতে
বিসর্জনে চাঁদ ডুবে যায়
বসন্তের বকুল ঝরা বনে,
পিউকাহা পাখির ডাকে
গাঙুরের বুকে জোয়ার আসে
ভেলা ভাসে লখিন্দরের
বেহুলার স্নায়ুদেশে।

স্বর্গ সে কতদূর, কোন বন্দরে!
ভেলা ভাসে অন্ধকারে
স্বপ্নের সমাধি খুঁড়ে
ভাসতে ভাসতে মন বলে
থাকলেও থাকতে পারে।
কিন্তু বেহুলা জেনেছে—
গাঙুরের দুই পাড়ে
কাল নাগেদের বিষ আছে
পথের কাঁটা ঝোপে।

□ মানুষের ঈশ্বর

জয়ধ্বনি উঠুক শ্লেষে নয়
ক্ষোভে নয়
ভার্গব বিজয়ী উল্লাসে নয়।
জয়ধ্বনি উঠুক মানুষের
মানুষের চাওয়া পাওয়ার পরিধির মাঝে,
মানুষেরই সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের।

এখানে পাতা ও পর্বতের ছায়ায়
অন্ধকার ঘনায়

এখানে সকাল ও সন্ধ্যার মুখে
বিষণ্ণতা ছড়ায়
এখানে মিলনের সেতু খান্ খান্ হয়ে
ভেঙে পড়ে

এসো, এখানেই হাত মেলাই
এই মাটি
এই মন্ত্রে
এই আমাদের শাশ্বত স্বর্গে
এসো এখানেই মিলিত হই
যুবা জনক বৃদ্ধের স্বপ্ন ও সাম্যের
পতাকার নিচে,
গভীরে আমাদের নিজস্ব
যুদ্ধ শান্তির সন্ধিস্থলে।

দিকে দিকে
দেশে দেশে
মনে মনে, জয়ধ্বনি উঠুক মানুষের।
শ্লেষে নয়
ক্ষোভে নয়
ভার্গব বিজয়ী উল্লাসে নয়।

□ তুহিনাবৃতা

এমন খুশিতে কোনদিন দেখিনি তোমাকে।
স্বর্গের সমস্ত রঙ জাগছিল দেহ ও মনে
তুমি হাসছিলে, তোমার পাথর প্রতিমা যখন
ভোরের আলোয় তুহিনা বৃত ছিল।
কী ভীষণ সুন্দর লাগছিল তোমাকে।
শ্বেত চাদরের অন্তরালে নিটোল কৌমার্য মূর্তিতে

সম্মতি জানাচ্ছিলে যেন পৃথিবীর পুরুষকে
স্তনভার ছুঁতে পারে তার তৃষ্ণার্ত ঠোঁট
মিশে যেতে পারে সোনালী আলোয়।

অনিন্দ্যা কবে থেকে তুমি এমন
সম্পূর্ণ উদার সুন্দরী হলে :

□ একদিন সকলের ভিড়ে

কি ভীষন সুন্দর হয়ে
ছড়িয়ে রয়েছো দশদিকে
হাতের সীমানা ছাড়িয়ে
আঙুলের কাছে শব্দে নিঃশ্বাসে।

আমার সমস্ত দেহটা
খান্ খান্ হয়ে ছুটে যাচ্ছে
শুধু তোমার দিকে। আর তুমি ?
ছন্দে ছন্দে সরে যাচ্ছো
নৃত্যের অকারণ হর্ষ ও পুলকে

অনিন্দ্যা, এমন দেহদানের স্বর্গীয় সময়ে
এত সংকোচ কেন ?
জান না এইসব অর্থহীন
লোকারণ্যে, লোলুপ-হিংসা-হাসি এবং ভয়,
বোঝ না
সমাজ ভেঙেছে যখন মানুষও ভাঙবে নিশ্চয় ?

তবুও দেখি তুমি সেই দূরে
গাছপালায় মাটিতে মানুষে
জোনকীদের অন্ধকারে নক্ষত্রের দেশে
চাঁদের রাতে আকাশে এবং নদীতে।

চাই না তুমি পাথর হয়ে
জলের স্রোতে ভাঙাব
ভাঙতে হলে ভালবেসেই
সহজ সরল ভাঙবে

অনিন্দ্যা, এত ভালবাসাবাসি তবুও
কোথায় যেন ভীষণ ভুল হয়ে আছে
সর্ত বা বিশ্বাসের মধ্যে কিছু অবিশ্বাস হাসে,
কষ্ট হয়। শহরে সন্ত্রাস এবং অরন্যে মৃত্যুভয়।
তবুও মানুষ জানে গাছপালার মাঝে সঞ্জীবনী আছে।
তবে কেন দৈন্য মৌন
ব্রাত্য মানুষের ভিড়ে তোমায় পাব না ?

যত দূরেই থাকো দিনে ও রাতে
শূন্যে বা ভূমিতে
ভ্রম এবং ভালোবাসায়
খুঁজে তোমাকে পাবই মানুষের সঞ্জীবনীতে
চাঁদের রাতে
নেশায় নেশায়

□ প্রকৃত জীবনের জন্য

হাত থেকে গড়িয়ে পড়ছে কোমলতা
আর শরীরে বসে যাচ্ছে ছুরির তীক্ষ্ণফলা।
যন্ত্রণায় কাতর হতে হতে শুনি
দশদিক নষ্ট করছি আমি
প্রথম কুসুম থেকে সম্ভাবনাময় বীজকে
নক্ষত্রকে, চাঁদের রাতকে এবং মানুষকে।

যেকোন সময়, যেকোন মূল্যে ছুরির যন্ত্রণা
এ শরীর থেকে উপড়ে ফেলতে পারি,
মুছে ফেলতে পারি অবনত হয়ে
রক্ত-জমাট বাঁধা যত নোংরা .
কিন্তু পারব কী ঘাসের কাণ্ড নিয়ে
যারা রয়ে যাবে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে ?

আমি এখন কোনদিকে যাবো অনিন্দ্যা ?
শত শত অপবাদ শুনতে শুনতে শুনে ফেলি
এখন ও মানুষ আছে। গাছেদের ভালোবাসা আছে।
তবে আমার চোখ বেঁধে দাও
আমি অন্ধ হয়ে যাই
জড় ও জীবের দূরত্ব কমিয়ে
প্রকৃত জীবনে অন্তর্হিত হই।

কলকাতা বইমেলা '৮৮তে প্রকাশিত

আশি দশকের প্রধান পুরুষ কবি তাপস চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ

এক নীল আত্মা ও অন্ধকার ঋতু

একটি অনার্য সাহিত্য প্রকাশ

সংযম পাল

□ অনুগামী

কলি এসেছেন কলি এসেছেন ব'লে
ডাকিনী যোগিনী শ্বাপদ খেচর ক্লীব
উল্লাসে দিন আঁধার করলে, দেখি
সূর্যের দাসী ভূমিবাসী যত জ্ঞানী
স্বর্গের কাছে করুণ ভিক্ষা চায়

আমি জ্ঞানী নই, সংসারী, এক শাবক এবং নারীর
মূর্খ বিধাতা, খুশী হই, দেখি সারে সারে শেয়ালেরা
দাত ভরে পচা মাংস আনছে, শস্য ভাঁড়ার থেকে
আনীত খাদ্য পথে পড়ে থাকে, আমি
কাল্যে ও ক্ষুদ্র কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিই

কলি এসেছেন কলি এসেছেন ব'লে
যে মিছিল চলে রাত্রি ভেদ্য আলোক মেঘের দিকে
আমি যোগ দিই, একটি মানুষ, নিকৃতি লোভী ক্রোধী
মুখর মিছিলে রূঢ় অনুগামী, দেখি
সূর্যের সাথে ধার্মিক যত প্রতিবেশী যত জ্ঞানী
আমাকে শংকা ছোঁড়ে

□ অনন্ত

অনন্ত, তোমার মতো আমার পিতাও
মহর্ষি বিক্রম, মা লোমা, এবং
সমস্ত নারীর ঘৃণা নর্দমার স্রোতে ধায় আমার শরীরে, আমি
ক্লীব

আমার পিতাও
গৃহত্যাগী, শিববনে উপাসনারত, তবু

হাজার বছর গেলো, কোনো দেবতার বানী
আমাকে ধুলো না

□ বংশপরিচয়

অধর্মের ক্রিয়া মিথ্যা, রমনীয়, তার চোখ বিড়ালের তারা
তাদের সন্তান দম্ভ, আমার প্রপিতামহ, তেজস্বী ও কোপন স্বভাব
অনেকের দুঃখের কারণ। ভগিনী মায়ার গর্ভে
তার পুত্র লোভ, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ অবিনাশী পিতামহ
কুঁজো তবু দারুন সক্ষম। ভগিনী নিকৃতি তার আদরের নারী, যিনি
আধি ব্যাধি জরা গ্লানি দুঃখ শোক ভয়ের আশ্রয়দাত্রী, যিনি
আমাকে শৈশবকালে কত মন্ত্র দিয়েছেন খেলনার সাথে
তাদের পুত্র ক্রোধ, আমার প্রসিদ্ধ পিতা, তার
ভগিনী ও স্ত্রী হিংসা, যিনি
আমার প্রণম্য মা, পৃথিবীর যত খরা অতিবর্ষা নিষ্পত্র উদ্ভিদে
তাদের সুখ্যাতি আছে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ
তাদের সংসার, যত প্রাত্যহিক খুন ও কলহ

আমি কলি, অজ্ঞনাঙ্গ, কাকোদর, জুয়া মদ সোনার দেবতা
এদের সন্তান

□ কুথোদরী

আজ এতকাল পরে নিজের মায়ের ছবি বাতাসে দেখেছি

নিকুম্ভ-দুহিতা তিনি, কুথোদরী, উচ্চতায় আকাপের অর্ধেক শরীর
সূর্যের সবুজ তাপ অংশ ক'রে ঢেকে আছে। রাত্রিকালে চাঁদ

ঘুমন্ত দেখলে তাকে সাবধানে চুপিচুপি বায়ুর পুকুরে
নিজের সুধার স্নান সেরে নেয়। তিনি
হিমালয়ে মাথা আর নিষধাচলে পা রেখে খুব ছোটবেলা
আমাকে দিতেন স্তন। তার লোমকূপে
গিরিস্বাদ ভেবে যতো হরিণ নিদ্রা যেতো, আমি সহজেই
তাদের নরম মাংস আহ্লাদে ছিঁড়েছি। তিনি দ্বিতীয় পর্বত
কূট ভারতের

আমার নিঃশ্বাসে আজ বিবশ বায়ুর বিষ এখনো বইছি

□ অধর্মের দিব্যি

প্রথম : বিরাট মাছ, ত্রিভুবনে প্লাবনের কালে

দ্বিতীয় : শূয়োর, যিনি আমাদের পরম দানব
হিরণাক্ষ্য বধের কারণ

তৃতীয় : কচ্ছপ, সেই সমুদ্রমন্থনের দিনে
পিঠের ওপরে কেন পর্বত মন্দার, আমি জানি
অমৃতের জন্য স্বার্থ, অভিপ্রায় ছিলো

চতুর্থ : নৃসিংহ, রাজা হিরণ্যকশিপু
চমকিত ভীত ও নিহত

পঞ্চম : বামন, যিনি বলিকে মোহিত ক'রে ত্রিপাদভূমির প্রার্থী, পরমুহূর্তেই
রূপান্তর, পরে
বলি নীচে, তিনি তার চিরদৌবারিক

ষষ্ঠ : পরশুরাম, হৈহয়, এবং
অন্য ক্ষত্রিয়ের শত্রু, ক্রোধী

সপ্তম : শ্রীরামচন্দ্র, বালকেও জানে
কেন তার এত খ্যাতি, সীতাহরণের
নিমিত্ত বিলাপ, যুদ্ধ, ছল ক'রে দশাননবধ

অষ্টম : চতুর কৃষ্ণ, মহাভারতের দিনে
কত শত লীলাখেলা, মিথ্যাভাষ, ব্যাধের কৌশলে
কর্ণ, দ্রোণ, দুর্যোধন শেষ

নবম : বুদ্ধ, যিনি ব্যতিক্রমী, হিংসাহীন, ব্রাহ্মণ বিরোধী—
সত্যিই কি তোমাদের কেউ ?

দশম : কল্কি, তুমি, দিনরাত্রি বোধহীন স্ত্রৈণ, কামুক
আমার সামনে. আজ অধর্মের দিব্যি; আমি এই শেষবার
তোমাকে ছাড়বো না।

রামপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

□ প্রতীক্ষায় আছি

আকাশ পৃথিবী জুড়ে অব্যক্ত ইঙ্গিত
আমি এক তীর ছেড়ে অন্য তীরে যাই
নীলিমা-অশনি চোখ মুগ্ধ ভ্রু-বিলাস
সন্ধ্যা নামে, অহারে কী শোভা, যামিনীভূষণ !

মায়া হাত স্পর্শ করে শীতল কপোল
যাদু-চোখ কাছে টানে অজেয় কামনা
আমি কোন্ দিকে যাই, একী তীব্র দাহ
স্নিগ্ধতা তোমাকে চাই কোথায় রয়েছো ?

মুগ্ধ স্তব্ধতায় শোনা মঞ্জীর-নিক্কন
আবাল্য মমতা কেন এতটান ?
হিরণ্যজলের কাছে যেতে হবে ব'লে
সব কাজ ফেলে রেখে প্রতীক্ষায় আছি।

□ উৎসর্গে অম্লান

থেমে থাকার জো নেই যেতে তো হবেই
তমসায় ঢাকা পথ : বলো, কে দেখাবে আলো ?
মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসে নিমখুন অতীত জিজ্ঞাসা
অভ্যেস অভ্যেস বশেই শুধু হেঁটে চলা

অথচ সে এক দিন ছিল, ছিল এক অরণ্য নিবাস
দাঁতালো বেদনা ছিল কালের নাড়ির ভিতর

অপেক্ষার অলিন্দে এক বিপন্ন বিস্ময়
হিম স্তব্ধতায় ঘুরে আসে আশ্চর্য নীলাভ পালক-সকাল।

ব্যর্থতার চাদরে ঢাকা মহান প্রয়াস
আরাম কুরসি পেয়ে ভুলে যাই গোপন যন্ত্রণা
উৎসর্গে অম্লান তবু বহমান শাশ্বত জীবন
স্মৃতির সিন্দুকে তুলে রাখি ওম আর ভালোবাসার কুটো।

□ **অমৃতকুম্ভ**

বিবিক্ত মন নিবিদ ডাক সুবর্ণদীপ জ্বলছে
ভুবন জুড়ে পুলক-আঁখি আমার কথা কইছে

রজতজল ডাকছে কাছে অনিন্দ্য সুর ঘুরছে
জীবন তুমি ধরছো হাত মরণ শুধু হাসছে

সাগর ঢেউ গগণ চুমে বিলোল কোলে দুলছে
খুসির খেয়া অসীম নীলে সুখের তীরে ধাইছে

সীমানা নীল ছুয়েছে মাথা নিদাঘ জল শুষছে
কবির বুকে পাথর চাপা হৃদয় শুধু পুড়ছে

উপলধৌত আনন্দস্রোত আলোর শিশু হাসছে
করুণাধারা ভুবনময় অমৃতকুম্ভ খুঁজছে ॥

□ 'আপনি প্রতিক্রিয়াশীল। সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির দালাল।'

□ কোনোই প্রতিক্রিয়া নেই। কোনো সংস্কৃতি নেই। আমার অবস্থান এক হলুদ আত্মাদের আড্ডাখানায় এবং ক্রীতদাস অবস্থানকে আমি ঘৃণা করি। মিথ্যা শিল্প দিয়ে, মিথ্যা সংস্কৃতি দিয়ে আমাকে মালবাহী বস্তুতে পরিণত করা যাবে না। আমি জানি আপনাদের সাংস্কৃতিকে উজ্জ্বল করেছে : বর্ণ বৈষম্য, জাতিভেদ, অফুরন্ত অসৎ ব্যবসায়ী, কুসংস্কার, রবীন্দ্রনাথ, অসংখ্য সরকার স্বীকৃত বেশ্যালয়, বধূ হত্যা, মিথ্যাবাদী রাজনৈতিক নেতা, রেজিস্টার্ড পর্ণোগ্রাফ, ক্রিকেট, ধর্মান্ধতা—আর--আর—
এই আপনার সংস্কৃতি। বিপ্লবের জমি প্রস্তুত। অবশ্যই নির্বাচনের পথে। চে গুয়েভারা লাইব্রেরীতে, ফিদেল কাস্ত্রো রূপকথা, লেনিন প্রস্তরমূর্তি, মাও সে তুং বর্জনীয়—আপনার বিপ্লবের পথ নরম, বিদেশী কনডোমের মত মসৃণ—ঠিক আপনারা ভারতীয়রা যেমনটি চান।
[শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের গল্পের একটি অংশবিশেষ]

রূপ কানওয়ারের সতীপ্রসঙ্গে সংবাদপত্রের লোকজন, বুদ্ধিজীবি, রাজনৈতিক নেতারা এবং কফিহাউসীয় চোয়ালসর্বস্ব যুবকরা যখন সহানুভূতিতে তরল, ক্রোধে অঙ্গার, ঘৃণায় তলোয়ার তখন তাঁরা একবারও ভাবছেন না :
আমাদের প্রত্যেকের ঘরেই রূপ কানওয়ারের চেয়েও নৃশংসভাবে বিধবাদের অত্যাচার করা হচ্ছে আদর্শ হিন্দু মতে। মনে, শরীরে সবভাবে একজন নারীকে পঙ্গু করে দেবার এই চক্রান্ত এক শুভ্র স্বাভাবিকতা।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের ব্যবসা উজ্জ্বল
জীবনানন্দ দাশও হয়ে উঠছেন ময়াময় মোনোপলি প্রোডাক্ট
আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামক এক বাঙালীকে ভুলে গিয়ে গোলাপী তৃপ্তিতে আছি।
বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ এই শিল্পীকে যোগ্য মর্যাদা দেবার বিষয়টি পাঠক আপনি কখনো ভেবেছেন কি ?

ANARYO SAHITYA / 8 Rs. 200 Jan 1988

অনার্য সাহিত্য | ৮

যোগাযোগের ঠিকানা :
প্রযত্নে : পৃথ্বীশ চট্টোপাধ্যায়
৮ সৃষ্টিধর দত্ত লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রণ :
মিস্টু প্রিন্টার্স
১১২, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৯